Islamiboi.tk

সূরা আত্ তাকাসুর

আয়াত ৮ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ① حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ② كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ③ ثُمَّ
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑤ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑥
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ⑦ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ⑧

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (জীবন সামগ্রীর) আধিক্য তোমাদের গাফেল করে রেখেছে, ২. এমনি করেই (ধীরে ধীরে) তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে; ৩. এমনটি কখনো নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, ৪. কখনো নয়, তোমরা অতি সত্বরই (এর পরিণাম) জানতে পারবে; ৫. (কতো ভালো হতো!) যদি তোমরা সঠিক জ্ঞান কি তা জানতে পারতে; ৬. অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে, ৭. (একদিন) তোমরা অবশ্যই তোমাদের নিজ চোখে তা দেখতে পাবে, ৮. অতপর (আল্লাহ তায়ালার) নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি অত্যন্ত গভীর, ভীতিময় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্যে সমৃদ্ধ। মনে হয় যেন একজন সতর্ককারী কোনো উচ্চস্থানে আরোহণ করে সুউচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে ঢেড়া পিটিয়ে সেই সব লোককে হুশিয়ার করছে, যারা অলস, উদাসীন, অপরিণামদর্শী, গভীর ঘুমে অচেতন। জাহান্নামের কিনারে পৌঁছেও চোখ বুঁজে পড়ে আছে এবং তাদের গোটা স্নায়ুমন্ডলী জাদুর প্রভাবে অবশ হয়ে আছে। সতর্ককারী যত জোরে সম্ভব চিৎকার করে তাদেরকে বলছে, 'কবরের সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত বেশী বেশী সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে উদাসীন করে দিয়েছে।'

তাফসীর

হে অপরিণামদর্শী সীমালংঘনকারী মোহমত্ত জনমন্ডলী, শোনো! যারা খেলাধুলায় মত্ত-ধনবল, জনবল ও পার্থিক ভোগের উপকরণের আধিক্যে গর্বিত অথচ একদিন এগুলো ছেড়ে যেতেই হবে সে কথা বিস্মৃত, তারা শোনো! বর্তমান জীবনের অব্যবহিত পরে যে জীবন, তাকে যারা ভুলে বসে আছ, তারা শোনো! অর্জিত প্রাচুর্যের গর্বে এবং আরো অধিক অর্জনের প্রতিযোগিতায় যারা ভুলে আছো যে, একদিন এসব সম্পদ ত্যাগ করে সংকীর্ণ একটা গর্তে আশ্রয় নিতে হবে, তারা শোনো!

Islamiboi.tk

প্রতিযোগিতা ও অহংকার এবার থামাও। জাগো এবং চোখ মেলে তাকাও। 'অতিরিক্ত অর্জনের নেশা তোমাদেরকে উদাসীন করে দিয়েছে। কবরের সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত তোমাদের এ অবস্থাই চলতে থাকবে।'

অতপর কবরের সাক্ষাত লাভের পর সেখানে তাদের জন্যে যে পরিণাম অপেক্ষা করছে, তার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মনকে হুশিয়ারী সংকেত দিচ্ছেন অত্যন্ত শান্ত ও গুরুগম্ভীর ভাষায়, 'কখনো নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।'

তারপর এই হুশিয়ারী সংকেতের পুনরাবৃত্তি করছেন একই ধরনের ভীতি সঞ্চারক গুরুগম্ভীর ভাষায়, 'পুনরায় (বলছি) কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।'

এরপর অধিকতর গভীর ও ভীতিপ্রদ ভংগিতে, আরো জোরালো ভাষায় একই হুশিয়ারীর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। দৃষ্টির আড়ালে যে গুরুতর ব্যাপার রয়েছে, যার প্রকৃত স্বরূপ শ্রোতাদের কাছে তাদের প্রাচুর্যের মোহ ও অহংকারের দরুন সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছে না, তার প্রতি ইংগিত দেয়া হচ্ছে, 'কখনো নয়, তোমরা যদি সংশয়মুক্তভাবে জানো'। তারপর এই ঈঙ্গিত ভয়াল সত্যটি উম্মোচন করা হচ্ছে 'তোমরা অবশ্যই দোযখকে দেখতে পাবে।' অতপর এ সত্যের পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে যাতে মানুষের হৃদয়ে এর প্রভাব আরো গভীর হয়, 'পুনরায়, তোমরা চাক্ষুস নিশ্চয়তা সহকারে তা দেখতে পাবে।'

অতপর সর্বশেষ হুশিয়ারীটি উচ্চারণ করা হচ্ছে, যাতে উদাসীন লোকেরা সম্বিত ফিরে পায়। অচেতন লোকদের চেতনা জাগে, অহংকারী সতর্ক হয়, সুখী ও বিলাসী লোকদের মধ্যে জাগরণ আসে এবং প্রাচুর্যের মধ্যেও যেন দায়িত্বের অনুভূতি অক্ষুণ্ন থাকে, 'অতপর তোমাদেরকে নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

জিজ্ঞাসা করা হবে কোথা থেকে তোমরা সম্পদ অর্জন করেছো এবং কোথায় তোমরা তা ব্যয় করেছো? আল্লাহর আনুগত্যের ভেতর দিয়ে উপার্জন ও ব্যয় করেছো, না তাঁর অবাধ্যতা ও নাফরমানীর ভেতর দিয়ে? হালাল উপায়ে না হারাম উপায়ে? তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় করেছো, না নাশোকরী করেছো? তোমার আর্থিক দায়িত্ব কি পালন করেছো? সমাজের কাজে কি অবদান রেখেছো? অপরের স্বার্থকে কি অগ্রাধিকার দিয়েছো? তোমরা যে প্রাচুর্যের অহংকার ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। সম্পদের প্রাচুর্য আসলে একটা ভারী বোঝা। তোমরা নিজেদের খেলা তামাশার মধ্যে অতিমাত্রায় মগ্ন থাকার কারণে তাকে হালকা মনে করো। অথচ তার অপরদিকে রয়েছে দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার ভারী বোঝা। এ সূরাটি নিজেই নিজের ব্যাখ্যা দিচ্ছে, এর মর্ম ও ছন্দময় ভাষা চেতনায় এক অনির্বচনীয় অনুভূতির সঞ্চার করে। দুনিয়ার যতো আজেবাজে চিন্তা ও তুচ্ছ কাজে নিষ্কর্মা লোকেরা ব্যস্ত থাকে, তার উর্ধে আখেরাতের চিন্তাকে স্থান দেয়ার জন্যে এ সূরা শ্রোতার মনকে উদ্বুদ্ধ করে। সূরাটি দুনিয়ার জীবনকে একটি দীর্ঘ ভিডিও ক্যাসেটের এক জায়গায় চোখ ধাঁধাঁনো আলোর ঝলকানি হিসাবে চিত্রিত করে। 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে উদাসীন করে দিয়েছে এমনি করেই তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে' এ কথাটুকুতে সেই ধারণা বিদ্যমান। দুনিয়ার জীবনে দেখা দেয়া আলোর ঝলক এক সময় শেষ হয়ে যায় এবং তার জীবনের ক্ষুদ্র পাতাটিও এক সময় উল্টানো সম্পন্ন হয়।

তারপর সময় প্রলম্বিত হয় ও গড়িয়ে যায় এবং দায়িত্বের বোঝাও সম্প্রসারিত হতে থাকে। ভাষাগত অভিব্যক্তি স্বয়ং এই বক্তব্য উচ্চারণ করে, ফলে বাস্তবতা ও ভাষাগত অভিব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ ঐকতান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গুরুগম্ভীর ভীতি সঞ্চারক সূরাটি যখন কেউ পড়ে এবং তার সুউচ্চ ও সুদূরপ্রসারী বক্তব্যকে তার সুগভীর তাৎপর্যসহ উপলব্ধি করে, তখন সে তার এই পার্থিব জীবনের গুরুদায়িত্বসমূহ অনুভব করে এবং তা পালন ও বহন করে পথ চলতে থাকে। অতপর সে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও নিজেই নিজের হিসাব নেয় এবং নিজের কাছে জবাবদিহি করে।